# ঢাকা ভা।শা।ট আনাদঃকালের জন্য বন্ধ

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

তালাবদ্ধ করে ভিসির পদত্যাগের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাস বর্জন কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সুমাবেশে সংহতি প্রকাশ করেন। এদিকে দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভিসি জানান, তিনি কোন ষড়যন্ত্রের কাছে পদত্যাগ করবেন না। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক তলবি সভায় শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে আজ ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল, কালো ব্যাজ ধারণ ও সকাল ১০ থেকে ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়।

ক্যাম্পাসের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১২ (৩) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি আজ (রবিবার) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করছি। আন্তর্জাতিক হল বাদে অন্য সকল হলের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের আজ সকাল ৮টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছি।' বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ক্যাম্পাসে বিরাজমান পরিস্থিতিতে যে কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং যে কারো প্রাণহানি ঘটার আশংকা রয়েছে। তাই সকলের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভের আশংকায় রাতেই ক্যাম্পাসে ভিসির বাসভবনের সামনে এবং প্রত্যেক হলের সামনে বিপুলসংখ্যক বিডিআর ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিভিন্ন হল থেকে কয়েকশ' ছাত্রের একটি বিক্ষোভ মিছিল ভিসির আগুনসহ কুশপুত্তলিকার একটি অংশ ছাত্ররা ভিসির বাসভবনের ভেতরে ছুঁড়ে মারে। এ সময় বাসভবনের সামনে শত শত পুলিশ পাহারায় ছিল। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে প্রক্টরের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করে ছাত্রছাত্রীরা। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মেসবাহ কামাল, ডঃ আকমল হোসেন, আবু জাফর, আবু শামসুদ্দিন, মেহেরনিগার, শামীম রেজা, রুবাইয়াত ফেরদৌস, জাহিদ চৌধুরী, শামসুল আরেফীন, নূরে আলম সিদ্দিকী, নাদির জুনায়েদ, মশিউর রহমানসহ প্রায় ৩০ জন শিক্ষক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সংহতি প্রকাশ করেন। সমাবেশে শিক্ষকবৃন্দ বলেন, গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে ন্যক্কারজনক হামলা চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে যে কালিমা লেপন করা করা হয়েছে, তার জন্য দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন। এ প্রশাসনের থাকার কোন অধিকার নেই। সমাবেশ থেকে গতকাল রাতের মধ্যে ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়ে বলা হয়, অন্যথায় আজ সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে বেলা ১১টায় ভিসির কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে এবং অবস্থান ধর্মঘট পালন করা হবে। বর্তমান ভিসি যতদিন থাকবেন ততদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাস ও পরীক্ষাসহ সকল কার্যক্রম বর্জন করা হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলবে। আর যদি কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা দেয় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা কেউ হল ছেড়ে যাবে না। প্রয়োজনে ক্যাম্পাসে রাত কাটাবে

## বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মিছিল

এদিকে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল পৃথক পৃথকভাবে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। কলাভবনের সামনে ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মারুফা আক্তার পপি, সাইফুজ্জামান শিখর, বলরাম পোদ্দার, খান মাইনুল ইসলাম মোস্তাক, পনিরুজ্জামান তরুণ, দেলোয়ার হোসেন, হেমায়েত উদ্দিন হিমু প্রমুখ।

## ঢাঃবিঃ ভিসির সাংবাদিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী গতকাল দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ভিসি বলেছেন, 'আমি কোন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কাছে পদত্যাগ করব না। ষড়যন্ত্রের কারণে একজন নির্বাচিত ভিসির পদত্যাগ করা উচিত নয়। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, একটি মহলের উস্কানির মুখে ভিসি কেন পদত্যাগ করবেন।' প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, বর্তমানে ক্যাম্পাসে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে কেউ নিরীহ থাকলে তার মুক্তি ও দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নিব এবং তাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিবেচনায় আনব। সেখানে কোন নিরীহ ছাত্রী হয়রানির শিকার হলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন ছাত্র প্রতিনিধি যদি তাদের দাবীর ব্যাপারে কথা বলতে চায় তাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। তিনি দু'একদিনের মধ্যে অচলাবস্থা কেটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ভিসি দাবী করেন, যেসব ছাত্রছাত্রী তার পদত্যাগ দাবীতে মিছিল করেছে তার অর্ধেকের বেশীই বহিরাগত। তিনি মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দুই হাজার বলে উল্লেখ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন, আমি কোন বহিরাগতকে হলে থাকার অনুমতি দেইনি এবং দেব না।

বাংলাদেশের একবারে শেষ সীমান্তে অবস্থিত এই সাজেকে পৌঁছতে খাগড়াছড়ি কিংবা রাঙ্গামাটি শহর থেকেই লাগে ২ দিন। কোন রাস্তা-ঘাট নেই। উঁচু-নীচু দুর্গম পাহাড়ী অরণ্য পথে হেঁটে যেতে হবে। তবে নদী পথে শ্যালো নৌকায় কিংবা স্পীডবোটে গেলে প্রয়োজন হবে পুরো একদিন। সাজেক একটি ইউনিয়ন হলেও এর আয়তন বাংলাদেশের প্রায় একটি জেলার সমান। সাজেকের ১৫/২০টি গ্রামে খেয়াং বম, পাংখু, লুসাই প্রভৃতি উপজাতির প্রায় হাজারদশেক জনগোষ্ঠীর বাস। দেশের মূল ভূখণ্ড বা সভ্যতার সাথে এদের কোন যোগাযোগ নেই। আদিবাসীদের প্রায় সবাই নিরক্ষর। তারপরও সাজেক ভ্যালিতে বসবাসকারী উপজাতি লোকজনের

৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

## কৃষ্ণকান্তের পরলোকগমনে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

বাসস ঃ ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণকান্তের আকস্মিক ও অকাল পরলোকগমনে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। গতকাল ভারতের প্রেসিডেন্টের কাছে এক বার্তায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার একজন পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে কৃষ্ণকান্তের দীর্ঘ ও কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের কথা স্মরণ করেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণকান্তের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের

৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

## ...ান্ধারমানিকের মোহনায় ...ন করার কেউ নেই

গেছে। পরে ঐদিন বিকালে আরো ৩টি লাশ আন্ধারমানিক নদীর মোহনায় দেখা গেছে। লাশগুলো এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে যে, তা সনাক্ত করা খুবই কঠিন। সর্বশেষ গতকাল শনিবার বিকালে গোড়াখাল নামক স্থানে ...গে একটি লাশ চরায় ধানসীর মধ্যে আটকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ধারণা করা হয়েছে, ২১ জুলাই গভীর সমুদ্রে ঝড়ের কবলে নিমজ্জিত প্রায় অর্ধশত ট্রলারের শতাধিক জেলে নিখোঁজ হয়ে যায় এবং এ

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন